শহর ও জেলার খবর

ইডেন গার্ডেনে কলকাতা ফুলমেলার উদ্বোধনে স্পিকার বিমান ব্যানার্জি, মন্ত্রী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়, সুজিত বসু প্রমুখ। — জয়ন্ত ভট্টাচার্য

বেলেঘাটা শিশু হত্যাকাণ্ড

মনরোগ বিশেষজ্ঞের সঙ্গে মা'কে বসিয়ে জেরা করবে পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি— বেলেঘাটায় দু'মাসের শিশুকে হত্যা করে সেপটিক ট্যাঙ্কে ফেলে দেওয়ার ঘটনায় মা- কে গ্রেফতার করে পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদের অসঙ্গতি থেকেই সন্দেহ প্রবল হল তদন্তকারীদের। এরপরে ম্যারাথন জেরায় অভিযোগ কবুল করে ওই গৃহবধূ। কিন্তু হত্যার পিছনে কারণ কি, এখনও জানতে পারেননি তদন্তকারী আধিকারিকরা। একাধিকবার বয়ান বদলেরও চেষ্টা করেন ওই অভিযুক্ত মা। আর তা থেকেই একাধিক সম্ভাবনার কথা সামনে আসতে শুরু করে। তবে এখনও পর্যন্ত প্রকৃত সত্য সামনে আসেনি। তবে মহিলা যে মানসিক অবসাদে রয়েছেন, সে সম্পর্কে নিশ্চিত গোয়েন্দারা। তবে প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটনেই এবার মনরোগ বিশেষজ্ঞের সঙ্গে বসিয়ে ওই মহিলাকে জেরা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন কলকাতা পুলিশের যুগ্ম কমিশনার (অপরাধ দমন) মুরলীধর শর্মা।

তদন্তকারী আধিকারিক জানিয়েছেন, সাধারণতন্ত্র দিবসে নিজের দু'মাসের শিশুকন্যাকে খুন করে বেলেঘাটার বাসিন্দা সন্ধ্যা মালো নামে এক গৃহবধূ। যা সামনে আসার পরেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। রবিবার রাতে মহিলাকে গ্রেফতার করা হয়। তবে প্রাথমিকভাবে খুনের ঘটনা থেকে দৃষ্টি ঘোরাতেই শিশু চুরির অভিযোগ করেন ওই গৃহবধূ। নিজেই আচ্ছন্ন হয়ে বাড়ির মেঝেতে পড়েছিলেন ওই মহিলা। তাকে ওই অবস্থায় পড়ে থাকতে প্রথম দেখেন তার শ্বশুর। এরপরেই শিশুটি নিখোঁজ হওয়ার ঘটনা নিয়ে এলাকায় শোরগোল পড়ে যায়। সন্ধ্যা মালো তদন্তকারীদের প্রথম জানায়, তাদের আয়ার নাম করে এক অজ্ঞাত পরিচয় যুবক এসে তার কাছ থেকে ছাদে যাওয়ার চাবি চায়। এদিকে সেই সময় তাদের আয়া বাড়ির ছাদেই ছিলেন। কলিংবেল শুনে গেট খুলে দিলে সেই যুবক ছাদে না গিয়ে উল্টে তাকে মারধোর করে। দেওয়ালে মাথা ঠুকে দেয়। সন্ধ্যা অচৈতন্য হয়ে পড়লে সেই যুবকই তার শিশুকে নিয়ে পালায়।

মহিলার কথায় একাধিক অসঙ্গতি থাকায় একাধিকবার তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন গোয়েন্দারা। সেই সময় কান্নায় ভেঙে পড়ে সন্ধ্যা মালো। ম্যারাথন জেরায় অভিযোগ স্বীকার করে সে। এরপরেই তদন্তকারীরা জানতে পারেন, শিশুটিকে খুন করে বাড়ির সেপটিক ট্যাঙ্কে সে ফেলে দিয়েছে। শিশুরটির দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়। ময়নাতদন্তের রিপোর্টে জানা গিয়েছে, শিশুটির মুখ সেলোটেপ দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। শিশুটির দমবন্ধ হয়ে মৃত্যু হয়। মৃত্যু নিশ্চিত করতে শিশুটির গালা টিপে ধরেন মহিলা। গলায় আঙুলের ছাপ মিলেছে। এছাড়া শিশুর মাথায়ও আঘাতের চিহ্ন মিলেছে। ঠোঁটের নীচের অংশে চোটের চিহ্নও রয়েছে।

তদন্তে আরও জানা গিয়েছে, গত ১০ থেকে ১৫ দিন ধরে মহিলা মানসিক অবসাদে ছিল। শিশুটিকে চাইছিল না বলেও পরিবার সূত্রে জানতে পারেন গোয়েন্দারা। এছাড়া শিশুকে মাতৃদুগ্ধ পান করাতে গিয়েও কিছু সমস্যা হচ্ছিল তার। সব কিছু নিয়েই চাপের মধ্যে ছিল সন্ধ্যা। এরপরেই এই ঘটনা ঘটায় সে। সন্ধ্যার আরও একটি সন্তান রয়েছে। ৯ বছর বয়সের একটি ছেলে রয়েছে তার। কি কারণে এমন নারকীয় ঘটনা সে ঘটালো তা নিয়েই ধন্দে পুলিশ আধিকারিকরাও। এই ঘটনায় প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটনে মনরোগ বিশেষজ্ঞের সঙ্গে বসিয়ে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

এদিকে এই ঘটনায় সোমবার শিয়ালদহ আদালতে তোলা হয় সন্ধ্যাকে। তার হয়ে কোনও আইনজীবীই মামলা লড়তে রাজি ছিলেন না। এই দিনটিকে সরকার পক্ষের আইনজীবী মাতৃত্বের কালা দিবস বলেও উল্লেখ করেন আদালতে। ঘটনার নৃশংসতায় হতবাক বিচারপতিও। এই কাণ্ডে প্রকৃত সত্য যাতে দ্রুত সামনে আসে তা জানতেই ৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সন্ধ্যাকে পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারপতি।

বিশ্বাসঘাতকতার বদলা নিতেই মহিলাকে খুন

নিজস্ব সংবাদদাতা, খড়গপুর, ২৭ জানুয়ারি— স্বামী পরিত্যক্তার সঙ্গে দুই ব্যক্তির অবৈধ প্রণয়ের সূত্রেই খুন হয়েছেন কেশিয়াড়ির মহিলা। পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে। ২৫ জানুয়ারি সকালে কেশিয়াড়ির রাংটিয়া গ্রামের মাঠ থেকে শকুন্তলা মল্লিকের ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার হয়। আগের দিন সন্ধ্যায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল শকুন্তলা। বাড়ি ফিরে না আসায় পরের দিন খোঁজ শুরু হয়। খড়গপুর লোকাল থানার প্রতাপপুর গ্রামের এক ব্যক্তির সঙ্গে শকুন্তলার বিয়ে হয়। কিন্তু গত ৬ বছর যাবত স্বামীর সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক ছিল না। মেয়েকে নিয়ে রাংটিয়ায় বাপের বাড়িতে থাকত শকুন্তলা। এই সময়েই স্থানীয় বাসিন্দা তপন মান্নার সঙ্গে অবৈধ প্রণয়ে জড়িয়ে পড়ে। তাদের সম্পর্ক যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ ছিল। তপন এবং শকুন্তলার প্রণয়ের কথা জানার পরেই তপনের গতিবিধির ওপর নজর রেখে পুলিশ জানতে পারে, ২৪ জানুয়ারি সন্ধ্যা থেকেই তপন বাড়িতে ছিল না। তার ফোনের কললিস্ট ঘেঁটেও শকুন্তলাকে ফোন করার প্রমাণ পায় পুলিশ। এরপরই রবিবার রাতে পুলিশ তপনকে গ্রেফতার করে। জিজ্ঞাসাবাদে ঘটনার কথা স্বীকার করে নেয় তপন। পুলিশকে তপন জানায়, দ্বিতীয় আর এক ব্যক্তির সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছিল শকুন্তলা। তাকে বারণ করা সত্ত্বেও শোনেনি। এরপরেই শকুন্তলাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় সে। শকুন্তলা এবং সে ওই রাতে একসঙ্গে মদ খায়। তারপরে বেহুঁশ শকুন্তলাকে খুন করে তার যৌনাঙ্গ থেঁতলে দেয় তপন। তপনকে সোমবার খড়গপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়।

বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে

নিজস্ব সংবাদদাতা, আসানসোল, ২৭ জানুয়ারি— সোমবার বারাবনি বিধানসভার নুনি এলাকায় শতাধিক বিজেপি কর্মী-সমর্থক বিধায়ক বিধান উপাধ্যায়ের হাত ধরে টিএমসি'তে যোগদান করেন। উপস্থিত ছিলেন বারাবনির ব্লক সভাপতি অসিত সিং সহ আরও অনেকে। এদিন বিধায়ক বিধান উপাধ্যায় বলেন, এরা আমাদের সমর্থক ছিল। কোনও কারণে অন্য দলে চলে গিয়েছিল। তবে যেখানে এনআরসি, সিএএ নিয়ে হচ্ছে তাতে মানুষ আবার তৃণমূলে যোগদান করছে।

Calcutta South Club Ltd.

কলকাতা সাউথ ক্লাবের শতবর্ষ উদ্‌যাপনে উপস্থিত পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়।

আজ ৪৪ তম আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব সংবাদদাতা, বিধাননগর, ২৭ জানুয়ারি— আজ মঙ্গলবার ৪৪ তম আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হবে। উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবারও সল্টলেক সেন্ট্রাল পার্ক মেলা মাঠে কলকাতা বইমেলার আয়োজন করা হয়েছে। এবারের থিম রাশিয়া। মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও উদ্বোধনে উপস্থিত থাকবেন রাশিয়ার মন্ত্রী সমতুল পদাধিকারি ভ্লাদিমির গ্রিগোরিয়েভ, ভারতে রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত কুদাসেভ নিকোলায় রিশাটভিক, কলকাতায় রাশিয়ার কনসাল জেনারেল সহ রাজ্যের মন্ত্রীরা। সোমবার এক সাংবাদিক সম্মেলন করে পাবলিশার্স ও বুক সেলার্স গিল্ড এর সম্পাদক সুধাংশু শেখর দে। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পাবলিশার্স ও বুক সেলার্স গিল্ডের সভাপতি ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায়, কলকাতা সাহিত্য উৎসবের ডিরেক্টর সুজাতা সেন প্রমুখ। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে গিল্ড সম্পাদক সুধাংশু শেখর দে জানান, এবারের থিম কান্ট্রি রাশিয়া। সেই উপলক্ষে রাশিয়ার চারটি বই বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হবে। বাংলায় বই গুলির নাম বিজ্ঞাপনে মেলে না, ফ্রসিয়া করভিনা, এক থেকে দশ প্রেম ও রংবেরংয়ের তুষার। ৩০ জানুয়ারি থিম কান্ট্রি রাশিয়া দিবস উদযাপনত করা হবে। এছাড়াও ২ ফেব্রুয়ারি বইমেলায় শিশু দিবস পালন করা হবে। ৯ ফেব্রুয়ারি পালন করা হবে বাংলাদেশ দিবস। মেলায় সুরক্ষা বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, সিটিটিভি, ম্যান কাউন্টিং মেশিন, ফায়ার টেন্ডার সহ অন্যান্য সব সুরক্ষা ব্যবস্থা রাখা হবে। এবার বইমেলায় পাঁচ নম্বর গেটকে থিম গেট করা হচ্ছে। এটি রাশিয়া বলশয় থিয়েটারের আদলে তৈরি হয়েছে। এক নম্বর গেটের মাধ্যমে দেশের সম্প্রীতিকে তুলে ধরা হচ্ছে. এটি ইন্ডিয়া গেটের আদলে করা হচ্ছে। এছাড়া নয় নম্বর গেটটি করা হচ্ছে জোড়া সাঁকো ঠাকুরবাড়ির আদলে। বইমেলার রাস্তাগুলির নামকরণ করা হচ্ছে ভারত তথা বাংলার ও রাশিয়ার সাহিত্যিকদের নাম অনুসারে। রাশিয়া ছাড়াও লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশ থেকে আসছেন বিশিষ্ট লেখকরা। আর্জেন্টিনা থেকে আসছেন বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিকরা। এবারের আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা শেষ হবে ৯ ফেব্রুয়ারি।

MEDIA CENTRE

জিতে জল আনা স্বাদের দেশ বিদেশের খাদ্যসম্ভারে পূর্ণ অনবদ্য খাদ্য উৎসব
রাজারহাট-গোপালপুর কেন্দ্রের মাননীয় বিধায়ক
কারিগরি শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়নমন্ত্রী
পূর্ণেন্দু বসুর পরিকল্পনায়
রাজারহাটে
ভোজেরহাট
২২-২৬ জানুয়ারি

রাজারহাটে মন্ত্রী পূর্ণেন্দু বসুর পরিকল্পনায় দেশ-বিদেশের খাদ্যসম্ভারে পূর্ণ ভোজের হাট। উপস্থিত মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ ও তপন দাশগুপ্ত।

১০১ বছরে পা দিল পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ অ্যাসোসিয়েশন

নিজস্ব প্রতিনিধি— পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ অ্যাসোসিয়েশন ১০১ বছরে পা দিল। ২০১২ সালে রাজ্য সরকার এ রাজ্যে পুলিশের ইউনিয়ন করার অধিকার কেড়ে নেয়। তার পর থেকে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ অ্যাসোসিয়েশনেরও সাংগঠনিক কাজকর্ম বন্ধ। রাজ্য সরকারের ইউনিয়ন করার অধিকার কেড়ে নেওয়ার বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করে পুলিশের দুটি সংগঠন। যার মধ্যে পুলিশ অ্যাসোসিয়েশনও রয়েছে। বর্তমানে এই মামলা কলকাতা হাইকোর্টে বিচারাধীন। নীরবেই এই সংগঠনের সদস্যরা সংগঠনের ১০০ বছর পূর্তি উদ্‌যাপন করল। সদস্যরা ভেবেছিলেন হয়ত সরকার সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করে পুলিশকে পুনরায় সংগঠন করার অধিকার দেবে। কিন্তু তা না হওয়ায় তাঁরা হতাশ। তবে এখনও সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত সদস্যরা আশাবাদী অদূর ভবিষ্যতে তাঁরা সংগঠন করার সুযোগ পাবেন। সেকারণে সদস্যরা তাকিয়ে রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিকে। কারণ তিনি মুখ্যমন্ত্রীর পাশাপাশি রাজ্যের পুলিশমন্ত্রীও বটে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এই সংগঠনের এক সদস্যের কথায়, শুধু সদস্যদের কথা নয়, পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ অ্যাসোসিয়েশন বরাবরই দেশের মানুষের স্বার্থকে এগিয়ে রেখেছেন। সাম্প্রতিক সময়ে সংগঠনের উদ্যোগে আয়োজিত রক্তদান শিবিরগুলি থেকে সংগৃহীত রক্ত দান করা হয়েছে সরকারি ব্লাড ব্যাঙ্কগুলিতে। এছাড়াও বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কাজে এখনও সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন সংগঠনের সদস্যরা, দাবি ওই সদস্যের।

দূষণ এবং যানজট কমানোর লক্ষ্যেই শিক্ষকদের ব্যক্তিগত গাড়ি নিয়ে স্কুলে আসার উপর নিষেধাজ্ঞা রাজ্যের

নিজস্ব সংবাদদাতা, বিধাননগর, ২৭ জানুয়ারি— স্কুল চত্বরে দূষণ নিয়ন্ত্রণে কড়া হচ্ছে রাজ্য সরকার। এবার থেকে ব্যক্তিগত গাড়ি নিয়ে স্কুলে আসার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করল রাজ্য সরকার। ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইব্যুনালের নির্দেশ মেনে রাজ্য স্কুলশিক্ষা দফতর এমনই নির্দেশিকা জারি করল। দূষণ ও যানজট কমানোর লক্ষ্যেই কলকাতার ২৬ টি স্কুলকে এই নির্দেশিকা পাঠানো হয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের স্কুলে নিয়ে আসার জন্য পুলকার বা স্কুল বাস ব্যবহার করার জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এপ্রিল থেকেই এই নির্দেশিকা কার্যকরের কথা বলা হয়েছে। উল্লেখ্য, গত বছরের শেষের দিকে কলকাতার ২৬ টি স্কুলের প্রতিনিধিদের নিয়ে বৈঠক করেন স্কুল শিক্ষা কমিশনার। বৈঠকেই স্কুলগুলিকে যানজট নিয়ন্ত্রণে কি কি পরিকল্পনা নেওয়া উচিৎ তা লিখিত দিতে বলা হয়। তারপরই এই নির্দেশিকা জারি করল স্কুল শিক্ষা দফতর। নির্দেশিকাতে বলা হয়েছে স্কুলগুলিকে অভিভাবকদের সঙ্গে এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় আলোচনা করতে হবে। ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে স্থানীয় পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গেও স্কুলগুলিকে বৈঠক করার পরামর্শও দেওয়া হয়েছে। তবে নির্দেশিকায় জরুরি অবস্থায় ছাড় দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। কোনও জরুরি পরিস্থিতি তৈরি হল সেক্ষেত্রে অভিভাবকরা গাড়ি নিয়ে স্কুলে আসতে পারবেন। স্কুলগুলিকে বাস চালু করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পুলকারের সংখ্যা বাড়ানো যায় কিনা তা নিয়েও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে। স্কুল বাস না পুলকার অভিভাবকরা কোনটাতে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন তাও জানতে চাইবে স্কুল। সেক্ষেত্রে অভিভাবকদের মতামতকেই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হবে। স্কুল শিক্ষা দফতর সূত্রে খবর ইতিমধ্যেই কলকাতার লা মার্টিনিয়ার স্কুল, ডন বস্কো পার্কসার্কাস, বিড়লা হাইস্কুল, সেন্ট জেমস, প্র্যাট মেমোরিয়াল, মডার্ন হাই স্কুল, সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস হাই স্কুলের মত কয়েকটি স্কুলে নির্দেশিকা পাঠানো হয়েছে। স্কুলগুলিও চিঠি প্রাপ্তির কথা স্বীকার করেছে।স্কুলগুলি জানিয়েছে, এই বিষয়ে খুব দ্রুত অভিভাবকদের সঙ্গে আলোচনায় বসা হবে। স্কুলশিক্ষা দফতর সূত্রে খবর, কোনও স্কুল যদি পরিবহন দফতর থেকে বাসের আবেদন করে তারও ব্যবস্থাও করা হবে।

সংশোধনী

২৫/০১/২০২০ তারিখে প্রকাশিত আমার 'অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যা নিয়ে গোলকধাঁধা, ছড়াচ্ছে বিভ্রান্তি' শিরোনামের প্রতিবেদনের শেষ কলমে সম্ভবত অসতর্কতার জেরে একটি ছোট্ট অথচ গুরুত্বপূর্ণ ভুল তথ্য ছাপা হয়ে গেছে। এতে জনমনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হতে পারে।

আমার লেখাটি ছিল এরকম : '.. এব্যাপারে জনগণনা রিপোর্টের ওপর ভরসা করা যায় তো? যদি যায়, তাহলে গত চার পাঁচটি জনগণনার রিপোর্টে একটু চোখ বোলানো যেতে পারে। বাংলাদেশে থেকে ব্যাপকহারে অনুপ্রবেশ করে পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গেলে তো প্রতিটি জনগণনার মুসলিম জনসংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ত। কিন্তু বাস্তবে তেমনটি ঘটেছে কি? ওই জনসংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে একটি নির্দিষ্ট ধারাবাহিকতা মেনে। যা স্বাভাবিকই বলা যায়। আবার সাম্প্রতিক দুটি জনগণনা রিপোর্ট বলছে, শুধু পশ্চিমবঙ্গে কেন, গোটা ভারতেই মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ক্রমশ কমছে। কিন্তু ছাপা হয়েছে -- গোটা ভারতেই মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ক্রমশ বাড়ছে।

বিনীত -
মোশারফ হোসেন

রাজ্য সরকারি কর্মীদের জন্য সুখবর, সরস্বতী পুজো উপলক্ষে টানা পাঁচ দিন ছুটি

নিজস্ব প্রতিনিধি— রাজ্য সরকারি কর্মীদের জন্য সুখবর। ২৯ জানুয়ারি থেকে ২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত টানা পাঁচদিন ছুটি পাবেন রাজ্য সরকারি কর্মচারিরা। প্রথমে সরকারি ক্যালেন্ডারে ৩০ জানুয়ারি সরস্বতী পুজো উপলক্ষে ছুটি ঘোষণা করা হয়েছিল। তবে এখন দেখা যাচ্ছে তিথি অনুযায়ী ২৯ জানুয়ারি এবং ৩০ জানুয়ারি সরস্বতী পুজো। তাই পুজোয় আদৌ অফিস যেতে হবে কি না, তা নিয়ে তৈরি হয়েছিল ধোঁয়াশা। তবে নয়া বিজ্ঞপ্তি জারি করে সেই বিতর্কের অবসান করল নবান্ন। যদিও প্রথমে রাজ্য সরকার ৩০ এবং ৩১ জানুয়ারি সরস্বতী পুজো উপলক্ষে ছুটি দিয়েছিল। কিন্তু পঞ্জিকা মতে চলতি বছর ২৯ এবং ৩০ জানুয়ারি সরস্বতী পুজো। স্কুল, কলেজ, বাড়িতে ২৯ জানুয়ারিই মূলত বাগদেবীর আরাধনা করা হবে। তাই সেক্ষেত্রে কীভাবে পুজো সামলে অফিস করবেন, ত নিয়ে চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলেন সরকারি কর্মীরা। ওইদিন কী তবে অফিস সামলেই পুজো করতে হবে তা নিয়েই তৈরি হয়েছিল ধোঁয়াশা। তবে এই সমস্যা মেটাতে নয়া নোটিশ জারি করল রাজ্য সরকার। নতুন বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, রাজ্য সরকারি কর্মচারিদের ২৯ জানুয়ারি , বুধবার এবং ৩০ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার ছুটি। যেকোনও পুজোর পরের দিনও ছুটি দেয় রাজ্য সরকার। তাই ৩১ জানুয়ারি শুক্রবারও ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। তার পরের দিন ১ ফেব্রুয়ারি শনিবার এবং ২ ফেব্রুয়ারি রবিবার হওয়ায় ওই দুদিন সাপ্তাহিক ছুটি। তাই সরস্বতী পুজো উপলক্ষে পরপর মোট পাঁচদিন ছুটি পাবেন রাজ্য সরকারি কর্মচারিরা। অনায়াসে ছোটখাটো কোনও জায়গায় বেড়িয়েজ আসতেই পারেন সরকারি কর্মীরা। ছুটি পাওয়ার পরেও বিশেষ সন্তুষ্ট নন রাজ্য সরকারি কর্মচারিরা। কারণ ধর্মঘটের ক্ষেত্রে উপস্থিতি বাধ্যতামূলক করেছে রাজ্য সরকার। উপস্থিত থাকতে না পারলে কর্মজীবনের একদিন এবং বেতনও কাটা যায়। তবে সরস্বতী পুজো এবং সাপ্তাহিক ছুটি হিসাবে টানা পাঁচদিন ছুটি থাকায় বিরক্তদ সরকারি কর্মীরা। তাঁদের প্রশ্ন এক্ষেত্রে টানা পাঁচদিন ছুটি থাকলে কর্মসংস্কৃতি নষ্ট হবে না।

বারাবনীতে উষ্ণ প্রস্রবন

নিজস্ব সংবাদদাতা, আসানসোল, ২৭ জানুয়ারি— বক্রেশ্বরের মতো আসানসোলের বারাবনীতে গড়ে উঠতে পারত উষ্ণ প্রস্রবন কেন্দ্র। কারণ এখানে গরম জল বের হয় মাটি থেকে। আর তা থেকেই তৈরি হয়েছিল নিরালা উষ্ণ প্রস্রবন কেন্দ্র। বারাবনীর পানুরিয়া গ্রামে এই পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলা হলেও পরবর্তীকালে রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে কেন্দ্রটি বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু কেন্দ্রটি বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর স্থানীয় বাসিন্দারা দাবি জানিয়েছে, এই পর্যটন কেন্দ্রটি পুনরায় চালু করার উদ্যোগ নিয়েছেন বিধায়ক বিধান উপাধ্যায়। সোমবার জেলা সভাধিপতি জেলা প্রশাসনের আধিকারিকরা এই উদ্যানটি ঘুরে দেখেন এবং তারা আগামী দিনে সম্ভাবনাময় পর্যটন কেন্দ্রের আশ্বাস দিয়ে যান।

ডায়নামিক আর্কিস্ট্রাকচার্স লিমিটেড
(CIN : L45201WB1996PLC077451)
রেজি. অফিস : ৪০৯, সোয়াইকা সেন্টার, ৪এ, পোলোক স্ট্রিট, কলকাতা (প.ব.) ৭০০ ০০১, ফোন : ০৩৩-২২৩৪২৬৭৩
ওয়েবসাইট : www.dynamicarchistructures.com ইমেল : info@dynamicarchistructures.com

৩১ ডিসেম্বর, ২০১৯ তারিখে সমাপ্ত তিন মাসের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল

(ইপিএস ব্যতীত কোটি টাকায়)

ক্রম নং	বিবরণ	৩ মাস সমাপ্ত/ চলতি বর্ষ সমাপ্ত ৩১.১২.১৯	চলতি বর্ষের অর্থাঙ্ক/পূর্ব সমাপ্ত বর্ষ ৩১.১২.১৯	পূর্ব বর্ষের অনুরূপ সমাপ্ত তিন মাস ৩১.১২.১৮
১.	মোট আয় কারবার থেকে	০.৩৯	১.৪৬	০.৩৮
২.	নিট লাভ/(ক্ষতি) সংশ্লিষ্ট সময়ের (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পূর্ব #)	০.২০	০.৯৪	০.২৮
৩.	নিট লাভ/(ক্ষতি) সংশ্লিষ্ট সময়ের কর পূর্ব (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী #)	০.২০	০.৯৪	০.২৮
৪.	নিট লাভ/(ক্ষতি) সংশ্লিষ্ট সময়ের কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী #)	০.২০	০.৯৪	০.২৮
৫.	মোট সামগ্রিক আয় সংশ্লিষ্ট সময়ের [লাভ/(ক্ষতি) সংশ্লিষ্ট সময়ের (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য সামগ্রিক আয় (কর পরবর্তী) সমন্বিত]	০.২০	০.৯৪	০.২৮
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৫.০১	৫.০১	৫.০১
৭.	সংরক্ষণ (পুনর্মুল্যায়নের সংরক্ষণ ব্যতীত) পূর্ববর্ষের নিরীক্ষিত ব্যালেন্সসিট অনুযায়ী	১৫.৭৯	১৫.৭৯	১৪.৭০
৮.	আয় শেয়ার পিছু (প্রতিটি ১০ টাকা) (চালু এবং বন্ধের সময়ের জন্য)			
	ক মূল	০.৩৯	১.৮৮	০.৫৬
	খ মিশ্র	০.৩৯	১.৮৮	০.৫৬

দ্রষ্টব্য :
ক. ২০১৫ সালের সেবি (লিস্টিং অ্যান্ড আদার ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে সমাপ্ত তিন মাসের আর্থিক আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত বয়ানের সংক্ষিপ্ত সংযুক্ত হয়েছে। উল্লিখিত তিন মাসের আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.bseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.dynamicarchistructures.com থেকে পাওয়া যাবে।
খ. #- প্রযোজ্য মতে ইন্দ-এএস রুলস/এস রুলস অনুযায়ী লাভ এবং ক্ষতির বিবরণে ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা সমন্বিত।

ডায়নামিক আর্কিস্ট্রাকচার্স লিমিটেড
স্বা/-
দানমল পরওয়াল
চেয়ারম্যান কাম ম্যানেজিং ডিরেক্টর
DIN : 00581351

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২৭-০১-২০২০

পাওয়ারগ্রিড
POWERGRID

বিজ্ঞপ্তি

১. ১৯৯৯ সালের সিইআরসি (কনডাক্ট অফ বিজনেস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৮৬ এবং ২০১৪ সালের সিইআরসি (ট্যারিফের নিয়ম এবং শর্তাদি) রেগুলেশনসের রেগুলেশন এবং ২০১৯ সালের সিইআরসি (ট্যারিফের নিয়ম এবং শর্তাদি) রেগুলেশনসের রেগুলেশন অধীনে i) ২০০১-০৪ ট্যারিফ ব্লক, ২০০৪-০৯ ট্যারিফ ব্লক এবং ২০০৯-১৪ ট্যারিফ ব্লকের জন্য ট্র্যান্সমিশন ট্যারিফের সংশোধন, ii) ২০১৪-১৯ ট্যারিফ ব্লকের জন্য ট্র্যান্সমিশন ট্যারিফের ট্রুইং আপ এবং iii) ২০১৯-২৪ ট্যারিফ ব্লকের জন্য ট্র্যান্সমিশন ট্যারিফের নির্ধারণ- **আবেদন নং ১** : পূর্বাঞ্চলে ফরাক্কা-I এবং II স্টেপস ৪০০ কেভি ট্র্যান্সমিশন সিস্টেম সম্পর্কিত এবং ১৯৯৯ সালের সিইআরসি (ব্যবসা পরিচালন) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৮৬ এবং ২০১৯ সালের সিইআরসি (ট্যারিফের নিয়ম এবং শর্তাদি) রেগুলেশনসের রেগুলেশন অধীনে অনুমোদন, i) ২০১৪-১৯ ট্যারিফ ব্লকের জন্য ট্র্যান্সমিশন ট্যারিফের ট্রুইং আপ এবং ii) ২০১৯-২৪ ট্যারিফ ব্লকের জন্য ট্যান্সমিশন ট্যারিফের নির্ধারণ **আবেদন-: ২** পূর্বাঞ্চলে ৪০০ কেভি চুক্কা ট্যান্সমিশন সিস্টেমের নিমিত্ত অনুমোদন।
২. উপরে বর্ণিত ট্রান্সমিশন সিস্টেমের সুবিধাভোগীগণ হচ্ছে : (ক) বিএসপি(এইচ)সিএল (খ) ডব্লিউবিএসইডিসিএল (গ) গ্রিডকো (ঘ) জেএসইবি (ঙ) ডিভিসি (চ) পাওয়ার ডিপার্ট. সিকিম সরকার
৩. **ট্যারিফের বিস্তারিত** : ক) ২০০১-০৪, ২০০৪-০৯, ২০০৯-১৪ এবং ২০১৪-১৯ ব্লক **লাখ টাকা**

২০০১-০৪ সালের সংশোধিত ট্যান্সমিশন ট্যারিফ					
আবেদন নং	-	-	2001-02	2002-03	2003-04
আবেদন - ১	-	-	4824.72	4709.05	4786.56
২০০৪-০৯ সালের সংশোধিত ট্যান্সমিশন ট্যারিফ					
আবেদন নং	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
আবেদন - ১	4070.89	4089.88	4111.35	3766.78	3805.76
২০০৯-১৪ সালের সংশোধিত ট্যান্সমিশন ট্যারিফ					
আবেদন নং	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
আবেদন - ১	4972.86	5164.31	5257.56	5352.66	5525.63
২০১৪-১৯ সালের জন্য ট্যান্সমিশন ট্যারিফ ট্রু আপ					
আবেদন নং	2014-15	2015 - 16	2016 -17	2017 – 18	2018 - 19
আবেদন - ১	5381.21	5478.04	5555.16	5634.49	5716.13
আবেদন - ২	4020.04	4248.42	4392.92	4534.90	4622.04

খ) ২০১৯-২৪ ব্লক

আবেদন নং	ডিওসিও	২০১৯-২৪ ব্লকের ট্যারিফ				
		2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
আবেদন - ১	01.04.1992	5403.59	5626.58	6292.52	6981.61	7400.75
আবেদন - ২	1986 to 1992	3734.39	3160.37	4060.84	5199.76	5484.82

৩. ট্যারিফ নির্ধারণের জন্য করা দরখাস্তের একটি প্রতিলিপি দরখাস্তকারির ওয়েবসাইট **www.powergridindia.com** পোস্ট করা হয়েছে।
৪. পরামর্শ ও আপত্তি, যদি কিছু থাকে, দরখাস্তে বর্ণিত ট্যারিফের নির্ধারণের জন্য প্রস্তাবগুলি যে কোনও ব্যক্তির দ্বারা দাখিল করা, সুবিধাভোগী সমেত, সচিব, সেন্ট্রাল ইলেকট্রিসিটি রেগুলেটরি কমিশন, ৪র্থ ও ৫ম তল, চন্দ্রলোক বিল্ডিং, জনপথ, নিউ দিল্লি - ১১০০০১, (অথবা অন্যান্য ঠিকানায় যেখানে কমিশনের অফিস অবস্থিত) সমীপে পেশ করতে হবে, তৎসহ দরখাস্তের একটি প্রতিলিপি এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশনার ৩০ দিনের মধ্যে এর কর্পোরেট অফিসে সৌদামিনি, প্লট নং ২, সেক্টর ২৯, গুরগাঁও- ১২২০০১, হরিয়ানা ঠিকায় দরখাস্তকারির কাছে পাঠাতে হবে।

স্থান : গুরগাঁও
তারিখ : ২১.০১.২০২০
স্বা/-
সিনি. জেনারেল ম্যানেজার (কমার্শিয়াল)

পাওয়ার গ্রিড কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া লিমিটেড
(ভারত সরকারের একটি উদ্যোগ)
কর্পোরেট অফিস : সৌদামিনি, প্লট নং ২, সেক্টর ২৯, গুরুগ্রাম- ১২২০০১, হরিয়ানা ফোন - ০১২৪-২৫৭১৭০০-৭১৯
রেজি. অফিস : বি-৯, কুতুব ইনস্টিটিউশনাল এরিয়া, কাটওয়ারিয়া সরাই, নিউ দিল্লি - ১১০০১৬ ফোন - ০১১-২৬৫৬০১১২, ২৬৫৬০১২১
www.powergridindia.com CIN : L40101DL1989GOI038121
একটি মহারত্ন রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা

PG/CC/Notice-161/Advt-181/2019-20/SPAN